যুগান্তর

তারিখ ... 12 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

বোরকা পরায় আগৈলঝাড়ায় ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে দিল শিক্ষিকা

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

উত্যক্তকারীদের হাত থেকে বাঁচতে বরিশালের আগৈলঝাড়ায় বোরকা পরে স্কুলে এসেছিল এক শিক্ষার্থী। কিন্তু স্কুলে এসে সে শিকার হয়েছে শিক্ষিকার লাঞ্ছনার। তাকে ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এমনকি পরদিন ওই ছাত্রীর গ্রামের সব ছাত্রীকেই বের করে দেয়া হয় ক্লাস থেকে। শিক্ষিকার ওই আচরণের প্রতিবাদ, তার বিচার ও ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে মঙ্গলবার অভিভাবকরা কলেজ অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এর অনুলিপি দেয়া হয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে।

পয়সারহাট স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল শাখার নবম শ্রেণীর ছাত্রী চাঁদত্রিশিরা গ্রামের হাবিবা আক্তার রোববার (৯ আগস্ট) বোরকা পরে স্কুলে আসে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষিকা ইসমত আরা বেগম হাবিবাকে লাঞ্ছিত করে ক্লাস থেকে বের করে দেন। এরপর থেকে ওই ছাত্রী স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। পরের দিন সোমবার বিষয়টি গণমাধ্যমে এলে আরও ক্ষুব্ধ হন ইসমত আরা। তিনি তার লোকজন দিয়ে চাঁদত্রিশিরা গ্রামের শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে বের করে দেন। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ দেখা দেয়।

শিক্ষার্থীরা জানায়, স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ওই এলাকার ছাত্রীদের প্রায়শই উত্যক্ত করে বখাটেরা। এ নিয়ে কয়েক দফা অধ্যক্ষকে বলা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেননি তিনি। বাধ্য হয়েই বোরকা পরে স্কুলে আসে হাবিবা।

এ ব্যাপারে মঙ্গলবার চাঁদত্রিশিরা গ্রামের ছাত্রীদের অভিভাবকরা শিক্ষার্থী লাঞ্ছিত ও বখাটে কর্তৃক ছাত্রী উত্যক্ত করার প্রতিকার চেয়ে কলেজ অধ্যক্ষকের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। যার অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেবী চন্দ ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলামের কাছেও দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে ইসমত আরার সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, স্কুল ড্রেস (ইউনিফর্ম) পরে না আসার কারণেই সেদিন তাকে বকাঝকা করা হয়েছিল। বের করে দেয়া হয়েছিল ক্লাস থেকে। কলেজ অধ্যক্ষ মো. মিজানুর রহমান বলেন, তিনি লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।